জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আপসহীন থাকার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদাকে আগামীর বাংলাদেশের মূল অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমতার ভিত্তিতে বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক, দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তিনি।

রোববার (১৮ অক্টোবর) সকালে সাভার সেনানিবাসে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটগুলোকে জাতীয় পতাকা দেওয়া হচ্ছে। পতাকার মর্যাদা রক্ষা করে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা প্রতিটি সৈনিকের কর্তব্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা গভীরভাবে জড়িত বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এ সময় ১৯৭১ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

পরিবর্তিত বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে সরকার কাজ করছে। দেশের ভেতরেই প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত 'ওয়ান র‍্যাংক, ওয়ান পেনশন' নীতি বাস্তবায়নও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার গ্রহণের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন, সন্ত্রাস দমন এবং শান্তিরক্ষা মিশনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সেনাবাহিনীর সাতটি ইউনিটকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

সম্মাননা পাওয়া ইউনিটগুলো হলো—৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৩২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ২৫ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট, ৯ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন, ৫৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৫৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট।